31781 - প্রতারণা করে এমন কোম্পানিতে চাকুরি করা এবং যে কোম্পানিতে কিছু ডিপার্টমেন্ট বৈধ, আর কিছু ডিপার্টমেন্ট হারাম; এমন কোম্পানিতে চাকুরি করার হুকুম

প্রশ্ন

সে একটি কোম্পানিতে চাকুরি করে। এই কোম্পানি হালালের সাথে হারামের মিশ্রণ করে। চুরি করা জিনিসিপত্র বিক্রি করে এবং ধোঁকা দেয়। তার বেতন কি হালাল? কাজ ছেড়ে দিলে অন্য কাজও শর্য নিষিদ্ধ? থাকবে; সেক্ষেত্রে তার করণীয় কী? সে কি কাজ চালিয়ে যাবে? নাকি কাজ ছেড়ে দিয়ে সন্তানদের ক্ষুধার্ত ও অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে দিবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যদি আপনার কাজ দ্বারা কোনোভাবে তাদেরকে প্রতারণা অথবা চুরির কোনো রূপে সাহায্য করা হয়ে থাকে; তাহলে এই চাকুরি জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“তোমরা সৎকাজ ও আল্লাহভীতিতে পরস্পর সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়িতে সহযোগিতা করো না।”[সূরা মায়েদা: ২]

আর যদি আপনার কাজ সকল প্রকার হারাম থেকে দূরে থাকে এবং কোম্পানিতে অন্য কিছু ডিপার্টমেন্ট থাকে যেগুলো হারাম লেনদেন করে না; সেক্ষেত্রে আপনার জন্য পূর্বোক্ত শর্ত অনুসারে হালাল লেনদেনের ডিপার্টমেন্টে কাজ করা বৈধ হবে। সে শর্তটি হচ্ছে কোনো হারাম কাজে সাহায্য করা যাবে না।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘সুদী কোম্পানিতে কাজ করা জায়েয নেই। এমনকি ড্রাইভার কিংবা দারোয়ান পদে হলেও। কারণ কোনো সুদী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে ঢোকার অর্থ তাতে তুষ্ট থাকা। কেউ যদি কোনো কিছুকে আপত্তিকর মনে করে থাকে তাহলে সে ঐ বস্তুর স্বার্থে কিছু করতে পারে না। যদি সে এর স্বার্থে কাজ করে থাকে তাহলে এর অর্থ সে এর প্রতি সন্তুষ্ট। আর হারামে সন্তুষ্ট ব্যক্তি পাপের ভাগীদার হবে।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি নথিভুক্ত করা, লেখা, প্ররেণ করা, জমা রাখা বা অনুরূপ কিছু করে থাকে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে হারামে

লপ্িত। জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদরে দুই সাক্ষী ও সুদরে লখেককে অভশিাপ দয়িে বলছেনে: এরা সবাই সমান।[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিা (২/৪০১)]

আপনার দায়ত্বি হচ্ছে হারাম ডপিার্টমন্টেগুলোতে যারা কাজ করে তাদরে বরিুদ্ধে প্রতবিাদ করা এবং তাদরেকে এই সমস্ত কাজ ছড়েে দয়োর পরামর্শ দওেয়া। আপনার জন্য সম্ভব হলে আপনার উচতি হচ্ছে ক্রতোদরেকে উপদশে প্রদান করা এবং তাদরে ক্রীত পণ্যে থাকা দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দওেয়া।

অন্য কোনো কাজ না থাকার দাবি সঠকি নয়। এটি শয়তানরে ওয়াসওয়াসা। আল্লাহ তাআলা বলছেনে: "যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য বরে হওয়ার পথ করে দনে। আর তার জন্য এমন জায়গা থকেে জীবকিার ব্যবস্থা করনে যা সে ধারণাও করে না।" কনেনা বধৈ কাজরে সংখ্যা অনকে। আপনার দায়ত্বি হচ্ছে আল্লাহর উপর নর্িভর করা, তার উপর ভরসা করা এবং হারাম পরত্যিাগ করা।

আর সন্তানরা ক্ষুধায় মারা যাবে এমন ধারণার ব্যাপারে আমরা আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই: তারা ক্ষুধায় মারা যাক (যদি তারা মারা যাবে বলে ধরে নহি) এটা ভালো; নাকি তাদরে জন্য আপনি জাহান্নামে ঢুকবনে এটা ভালো?

আল্লাহ তাআলা তাদরেকে সৃষ্টি করছেনে। তনিি তাদরে রযিকিরে দায়ত্বি নয়িছেনে, যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: "আর আসমানে রয়ছেে তোমাদরে জীবকিা এবং তোমাদরে জন্য প্রতশ্রিুত সবকছিু।" তনিি আরো বলছেনে: "অভাবরে ভয়ে তোমরা সন্তানদরেকে হত্যা করো না। আমহি তাদরে রুজরি ব্যবস্থা করি; এবং তোমাদরেও। তাদরেকে হত্যা করা নশ্চিয়ই একটি বড় পাপ।" আল্লাহ তাআলা প্রত্যকেটি মানুষরে রযিকি লখিে রখেছেনে, সে তার মায়রে পটে থকেে বরে হওয়ার আগইে। সুতরাং আরশরে মালকিরে কাছ থকেে অল্প পাবনে এমন আশঙ্কা করবনে না। বরং আপনার যে আত্মা আপনাকে খারাপ কাজরে আদশে দয়ে সে আত্মার ব্যাপারে শঙ্কতি হনে। এটি আপনাকে ফতিনা ও পাপাচাররে দকিে নয়িে যাবে। স্মরণ করুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: "হারাম দ্বারা সৃষ্ট ও পরপিুষ্ট গোশতরে জন্য (জাহান্নামরে) আগুনই যথষ্টে।"[হাদীসটি তরিমযিী (৬১৪) বর্ণনা করনে এবং শাইখ আলবানী সহহিুত তরিমযিীতে এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে]

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহমিাহুল্লাহুর জীবনী থকেে আপনার জন্য নম্নিোক্ত ঘটনাবলি তুলে ধরছি:

উমর ইবনে আব্দলি আযীযরে কাছে মুসলমিদরে বায়তুল মালরে আপলে আসলো। তার এক ছোট ছলেে একটা আপলে হাতে নলি। উমর বল প্রয়োগ করে তার কাছ থকেে সটেি কড়েে নলিনে। ছলেটো কাঁদতে কাঁদতে মায়রে কাছে গলে। মা বাজারে গয়িে তার জন্য আপলে কনিে আনল। উমর ফরিে এসে ঘরে ঢুকে আপলেরে ঘ্রাণ পয়েে বলল: 'ফাতমো, তুমি কি বায়তুল মাল থকেে কছিু নয়িছে?' সে বলল: 'না।' তার স্ত্রী তাকে জানাল যে সে নজিস্ব অর্থ দয়িে সন্তানরে জন্য আপলে কনিছে।ে

উমর বলল: 'আল্লাহর কসম! আমি তার হাত থকেে যখন কড়েে নয়িছে,ি তখন যনে নজিরে অন্তর থকেে ছনিয়িে নয়িছে।ি কন্িতু

আমি মুসলমিদরে বায়তুল মাল থকেে একটি আপলে সরয়িে আল্লাহর কাছে নজিকেে লাঞ্ছতি করতে চাইনি।'[ইবনলে জাওযীর 'মানাকবিু উমর ইবনে আব্দলি আযীয' (পৃ. ১৯০)]

আরকেদনি এশার নামাযরে পরে উমর ইবনে আব্দলি আযীয তার ময়েদেরে ঘরে ঢুকলনে। তার উপস্থতিি টরে পয়েে তারা মুখে হাত দয়িে দূরে সরে গলে। তনিি তাদরে প্রতপিালনরে দায়ত্বিে থাকা মহলিাকে বললনে: 'তাদরে কী হয়ছে?' সে বলল: 'তাদরে কাছে রাতে খাওয়ার মতো কছিু ছলি না; শুধু ডাল ও পয়োঁজ ছলি। আপনি তাদরে মুখ থকেে এই খাবাররে দুর্গন্ধ পান এটা তারা চাইছলি না।' উমর এ কথা শুনে কঁদেে ময়েদেরেকে বললনে: 'হে আমার ময়েরো, তোমেরা বাহারি খাবার খাবে, আর তোমোদরে বাবাকে জাহান্নামে নয়িে যাওয়া হবে; এতে তোমোদরে কী লাভ হবে?' তার কথা শুনে ময়েরো উঁচু আওয়াজে কাঁদল।[ড. ব্রুনুর রচতি 'উমর ইবনে আব্দলি আযীয' (পৃ. ১৪২)]

উমর ইবনে আব্দলি আযীযরে মৃত্যুর সময় এ মর্মে তাকে তরিস্কার করা হচ্ছলি যে, তনিি সন্তানদরেকে দরদ্রি যাচ্ছনে। তখন তনিি সন্তানদরেকে ডকেে পাঠালনে। তারা ছলি দশজনরে বশেি। তাদরে দকিে তাকয়িে তার চোখরে পানি গড়য়িে পড়ল। তারপর বললনে: 'হে আমার ছলেরো, তোমোদরে বাবার সামনে দুটি সুযোগ ছলি: হয় তোমেরা ধনী হবে, আর তোমোদরে বাবা জাহান্নামে ঢুকবে। নতুবা তোমেরা দরদ্রি হবে, আর তোমোদরে বাবা জান্নাতে ঢুকবে। তোমেরা ধনী হবে এবং তোমোদরে বাবা জাহান্নামে ঢুকবে এর চয়েে তোমেরা দরদ্রি হবে এবং তোমোদরে বাবা জান্নাতে ঢুকবে এটা আমার কাছে বশেি পছন্দনীয় ছলি। তোমেরা উঠে যাও। আল্লাহ তোমোদরেকে রক্ষা করুন।'

আল্লাহই তৌফকিদাতা।